দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ২৩ ... কলাম ২ .....

খুলনা বিভাগে দেড় হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

■ এনামুল হক, খুলনা অফিস

খুলনা বিভাগের প্রায় দেড় হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী শিক্ষকদের দ্বৈত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে কোনো মতে চলছে স্কুলগুলো। কোনো স্কুলে আট থেকে দশ বছর ধরে চলছে এ অবস্থা। সবচেয়ে বেশি প্রধান শিক্ষক শূন্য স্কুল রয়েছে যশোর জেলায়। এ জেলায় এক হাজার ২৩২টি পদের বিপরীতে কর্মরত রয়েছেন ৯৩২ জন। শূন্য রয়েছে তিনশটি প্রধান শিক্ষকের পদ। এছাড়া বিভাগের ১০টি জেলায় সহকারী শিক্ষকের ৩১ হাজার ৬০৬টি পদের বিপরীতে দুই হাজার ৬৩১টি পদ শূন্য রয়েছে। ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বিভাগের ১০ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদসংখ্যা ছয় হাজার ৫৪৮টি। এর মধ্যে কর্মরত রয়েছেন পাঁচ হাজার ১১৫ জন। আর শূন্য রয়েছে এক হাজার ৪৩৩টি পদ। এর মধ্যে খুলনা জেলায় ১০৮টি, বাগেরহাট জেলায় ১২১টি, সাতক্ষীরা জেলায় ২১৭, যশোর জেলায় ৩০০টি, ঝিনাইদহ জেলায় ১৮৩টি, মাগুরা জেলায় ১৩৬টি, নড়াইল জেলায় ৩২টি, কুষ্টিয়া জেলায় ১৬৫টি, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১২৮টি ও মেহেরপুর জেলায় ৪৩টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ।

খুলনা মহানগরীর নজরুল নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আট বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন সহকারী শিক্ষক সুষমা বালা। তিনি বলেন, প্রতিদিন সাত-আটটি ক্লাস নিতে হয়, একটি ক্লাস শেষ করে আরেকটিতে ছুটতে হয়। প্রতিনিয়ত পাঠদান ও একই সঙ্গে দাপ্তরিক কাজ করতে তাকে চরমভাবে হিমশিম খেতে হয়।

নগরীর নতুন বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একইভাবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন সুলতান শামসী। তিনি বলেন, 'শিক্ষক সংকটে এমনিতেই আমরা কষ্টে রয়েছি। এর মধ্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রুটিন অনুযায়ী ক্লাস নিতে পারি না।'

এ বিষয়ে খুলনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পারভীন জাহান বলেন, এমনিতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক কম। তার ওপর প্রধান শিক্ষক না থাকা মানে একজন শিক্ষক কমে যাওয়া। প্রধান শিক্ষক তার দাপ্তরিক দায়িত্বের পাশাপাশি পাঠদানও করেন। ফলে যেসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই ঐ বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণ শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৩৫ শতাংশ শিক্ষক নতুন আর ৬৫ শতাংশ শিক্ষক পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু বিগত চার বছর ধরে পদোন্নতি বন্ধ থাকায় জেলার শিক্ষক সংকট চরমে পৌঁছেছে। প্রতিবছরই শিক্ষকরা অবসরে যাচ্ছেন কিন্তু সেসব শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না।

প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের খুলনা বিভাগীয় উপ-পরিচালক এ কে এম গোলাম মোস্তফা বলেন, গোটা বিভাগের অবস্থাই নাজুক। আট হাজার ৫৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক হাজার ৪৩৩টি বিদ্যালয় চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়া। এ বিষয় ঊর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী সুপারিশ ও তথ্য পাঠানো হয়েছে।

তিনি জানান, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, দ্রুতই এ সংকট কিছুটা হলেও উন্নতি হবে বলে আশা করছি।